এক অদ্ভুত ঝামেলা

রতন শিকদার

ভোরবেলাতে পথে নেমেছিলেন সুরঞ্জন। হাঁটাহাঁটি করে বেশ ক্লান্ত। এখন চটপট বাড়ি ঢুকে বৌমার হাতের চায়ে গলা ভিজিয়ে তবে শান্তি। এ কী উৎপাত! বড়ো বাস্তা থেকে বাড়ির গলিতে ঢুকবার মুখটাতে একটা ফুল পাঞ্জাব লরি। পাকুর থেকে পাথর এসেছে। সেই পাথর নামানো হচ্ছে অর্ধেক পথ জুড়ে। বিরক্ত সুরঞ্জন। সেই পাথর নামানো হচ্ছে অর্ধেক পথ জুড়ে। বিরক্ত সুরঞ্জন। গলিতে ঢোকাই কষ্টকর। যাক, পাড়ায় কিছু সচেতন লোকও আছে! তিনজন লরির ড্রাইভারকে খুব ধমক দিচ্ছে, সক্কালবেলায় বড়ো রাস্তা আটকে মাল খালাস হচ্ছে? লোকজন যাতায়াত করবে কীকরে? হটাও লরি। শ্লা গাড়ি জ্বালিয়ে দেবো।

বাহারী ড্রাইভার হাতজোড় করে বলে, বাবু হামি গরিব আদমি। হামি কী জানে, বাবু তো এখানেই মাল খালাস কোরতে বল্ল।

–কে বাবু? আমরা পাড়ায় থাকি। আমাদের কথাই শেষ কথা।

এরই মধ্যে ড্রাইভার মোবাইলে ধরে ফেলেছে তার বাবুকে, হেলো, আপনে শিগ্গির আইসেন বাবু। এখানে ঝামেলা হচ্ছে। আপনে দাদার সাথে বাত করেন।

কথাগুলো বলেই সে ফোনটা ধরিয়ে দিল সেই দাদার হাতে। দুজনে কিছু কথা চালাচালি হল। দাদাটির শেষ কথায় বেশ ঝাঁজ। সে বলল, ঠিক আছে। আপনি ইস্পটে আসুন এখুনি।

ফোন বন্ধ হল। সুরঞ্জন ভাবলেন, যাক এবার সুরাহা হবে। পাশকাটিয়ে বাড়িতে ঢোকা যদিও সম্ভব, তবু তিনি ঢুকলেন না। ঝামেলার শেষ দেখার কৌতূহলে ঠায় দাঁড়িয়ে লইলেন।

কয়েক মিনিট পর দুটো মোটর বাইক চড়ে বাবুর চারজন সাকরেদ এসে হাজির। তাদের মধ্যে একজন সোজা এগিয়ে গেল দাদাদের সামনে। সুরঞ্জন শুনতে পেলেন টুকরো টুকরো কথা। - ঝামেলা কীসের? –না, না, ঝামেলা-টামেলা নেই-চলুন, কত বড়ো ছাদ ঢালাই হবে দেখবেন চলুন।

বাবুর লোক আর পাড়ার দাদারা নির্মীয়মাণ চারতলা বাড়িটার মধ্যে ঢুকে গেল। সুরঞ্জন উঁকিঝুঁকি দিয়েও কিছু বুঝতে বা শুনতে পারলেন না। মাত্র মিনিট দুয়েকের অপেক্ষা। ওরা হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল। বাবুর লোকরা দাদাদের সাথে হাত মেলাল। তারপর বিশাল গর্জন তুলে বাইক দুটো নিমিষের মধ্যে ভ্যানিশ। দাদারাও চলে গেল। সুরঞ্জন ডেকে জানতে চাইলেন, ওভাই, ও দাদা, কী হল?

দূর থেকে একটা উত্তর ভেসে এল, কিস্সু হয় নি। শুড্ডা আদমি, আপনার জানার কী দরকার? যান, বাড়ি যান। চা-পানি খেয়ে বিশ্রাম করুন গে।

সুরঞ্জনের চা-পিপাসাটা যেন হঠাৎ খুব বেড়ে গেল। বিশাল পাথরের ঢিবি ডিঙিয়ে দ্রুত পা চালালেন বাড়িমুখো।